দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

পাঠকবান্ধব পাঠাগার

দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের অপর নাম শিক্ষা। শিক্ষার ধারক ও বাহক হইতেছে বই। আলোকিত মানুষ গড়িতে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পাঠাগার। সমাজ সংস্কারে যুগ যুগ ধরিয়া পাঠাগার জ্ঞানের আলো ছড়াইয়া যাইতেছে। প্রযুক্তিগত চরম উৎকর্ষের এই কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্ম কম্পিউটার ও স্মার্টফোনমুখী হইলেও পাঠাগারের আবেদন শাশ্বত। পাঠককে পাঠাগারমুখী করিতে সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী পদক্ষেপগুলিও অনেকাংশে সফল ও প্রশংসিত। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সর্বশেষ ২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১০৬৫টি। বাংলাদেশ বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সমিতির হালনাগাদ তথ্যানুসারে গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯১১টি। একশত বছরের পুরাতন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৪টি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর দেশের ৭০টি গ্রন্থাগার দেখভাল করে এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ দেখভাল করে। পাশাপাশি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে গুটিকয়েক জায়গায় বৎসরে একবার বইমেলার আয়োজন করে। গবেষণাবান্ধব কিছু পাঠাগারে হাজার বৎসরের পুরানত তালপাতার বই হইতে শুরু করিয়া হাল আমলের ই-বুকও রহিয়াছে। তথাপিও অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিকায়ন এবং প্রযুক্তিবান্ধব পাঠাগারের অপ্রতুলতার অভিযোগ উচ্চারিত হয়। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ পাঠাগারে পাঠক সমাগমের পথ ক্রমশ প্রশস্ত করিয়া চলিয়াছে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা যায়, গ্রন্থাগার উন্নয়নে সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবৎসরে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়াছে, যাহা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে ৮৫৩টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত আগস্টে রাজধানীর কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিসহ ত্রিশটি গ্রন্থগারকে ডিজিটাল ও ই-গ্রন্থাগার করিবার লক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মধ্যে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রমে ইতোমধ্যেই ২৫০টি উপজেলার ১৪ হাজার প্রতিষ্ঠানের ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার শিক্ষার্থী আওতাভুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার দেশের ছয় হাজার লোকালয়ে সপ্তাহে একবার বই লইয়া পাঠকের দোরগোড়ায় যাইতেছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকও সারাদেশে প্রায় আট হাজার গ্রন্থাগার পরিচালনা করিতেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একুশে পদক প্রাপ্ত পলান সরকারের মতো অনেক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ অন্যদের গ্রন্থাগার ও বই পড়িবার ব্যাপারে উৎসাহিত করিতেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাগার ঘণ্টা চালু করিবার নির্দেশনা জারি করিয়াছে।

ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থাপনায় জাতির প্রত্যাশা অনুসারে ১৯৯৮ সালের জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের রাস্তা আরো প্রশস্ত হইবে। নাগরিক বাসস্থানের এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হইবে। গণগ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে জাতীয় দিবসগুলি পালনের পাশাপাশি সাহিত্য আসর, রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পাঠচক্র আয়োজিত হইবে। সর্বোপরি আলোকিত মানুষ তৈরি করিয়া মননশীল সমাজ গঠন করিতে এবং তরুণ প্রজন্মকে মাদকসহ বিভিন্ন অপতৎপরতা হইতে মুক্ত রাখিতে নিজে বই পড়িব এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করিব—এই মনোভাব লইয়া প্রতিটি শিক্ষিত সচেতন মানুষেরই আগাইয়া আসা কর্তব্য।